শিক্ষকদের কেন শাস্তি হয় না?

শিক্ষা | সালমা আখতার

অধ্যাপক ও সাবেক পরিচালক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইআর), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

পত্রিকান্তরে বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষার্থীদের গুরুতর শাস্তি প্রদানের কথা আমরা জেনে থাকি। বিগত কয়েক বছরে শিক্ষার্থীদের শাস্তি দেওয়ার নামে শারীরিকভাবে গুরুতর আহত করা, এমনকি মৃত্যুর মতো ঘটনাও ঘটাতে দেখেছি ও শুনেছি আমরা বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, এতিমখানায়। বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের জন্য দ্বিতীয় বসতবাড়ি বা 'সেকেন্ড হোম'। সেখানে এমন অপরাধযোগ্য শাস্তি শিক্ষকরা দিয়ে থাকেন। কয়েক দিন আগে একটি পত্রিকার প্রতিবেদনে আমরা জেনেছি, 'বেত্রাঘাতে ১৬ শিক্ষার্থী আহত'। বগুড়া শহর, শেরপুর উপজেলা ও ঠাকুরগাঁও সদরে চারটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, সহকারী প্রধান শিক্ষক, খণ্ডকালীন শিক্ষক ও শারীরিক শিক্ষা শিক্ষকের পিটুনিতে গুরুতর জখম হয়েছে ১৬ শিক্ষার্থী। কী দোষ শিক্ষার্থীদের এ রকম গুরুতরভাবে আহত হওয়ার জন্য? একজন মেধাবী শিক্ষার্থী খণ্ডকালীন শিক্ষককে নানা গল্পগুজব না করে পাঠদান করার জন্য অনুরোধ করেছিল। দশম শ্রেণীর এক দরিদ্র শিক্ষার্থী যে কি-না স্কুল ইউনিফর্ম কেনার জন্য মায়ের কাছে টাকার জন্য কান্নাকাটিও করেছিল (টাকা না থাকায় মা দিতে পারেননি) এবং স্কুল অ্যাসেম্বলিতে স্কুল ইউনিফর্ম পরে না আসাতে পায়ে শারীরিক শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক দ্বারা বেত্রাঘাতে এমনভাবে আহত হয়েছিল যে, বাড়িতে পাঠানোর পথে সে অচেতন হয়ে গিয়েছিল। এ বর্ণনা গোটা শিক্ষক সমাজের জন্য এক কলঙ্কজনক চিত্র! শিক্ষক সমাজের মনোজগতের এক ভয়াবহ অন্ধকার দিক! কেন শিক্ষকরা এ ধরনের অপরাধযোগ্য শাস্তি দিয়ে থাকেন শিক্ষার্থীদের? কেন শিক্ষকরা এ ধরনের আচরণ করে থাকেন? কোন মানসিকতা বা ক্ষোভ থেকে? কিসের ক্ষোভ তাদের? কার ওপর এই ক্ষোভ? নিজের ওপর, পরিবার, স্কুল, সমাজ, সরকার বা রাষ্ট্রের ওপর? যদি ক্ষোভ থেকেই থাকে, চাকরির বেতন বৈষম্য ইত্যাদির জন্য, তাহলে সেই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ নিরপরাধ শিক্ষার্থীদের ওপর কেন? এই উত্তর কে দিতে পারবে- এই প্রশ্ন আমার শাস্তিযোগ্য ওই শিক্ষকদের কাছে! কেন শিক্ষক বেত্রাঘাত করবেন শিক্ষার্থীদের?

২. আমি নিজে শিক্ষক। শিক্ষক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে (শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট যা আইইআর নামে পরিচিত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) অধ্যাপনা করি এবং এক সময় প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্বেও ছিলাম। শ্রেণীকক্ষে আমরা শিক্ষার্থীদের প্যাডাগজি অর্থাৎ শিখন-শেখানোর বিজ্ঞান পড়াই। আমরা শেখাই যে কোনোভাবে বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের শাস্তি দেওয়া যাবে না। কিংবা দেওয়ার দরকার হবে না যদি তোমরা লেখাপড়াকে আনন্দঘন বৈচিত্র্যময় করে তোল এবং তুলতে পার। শ্রেণী ব্যবস্থাপনার স্বার্থে শাস্তি নয়, শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হবে এবং শিক্ষার্থীদের তা যেনে চলা শেখাতে হবে। ফলে যখন বিদ্যালয়ে শিক্ষক কর্তৃক শিক্ষার্থীদের গুরুতর আহত করার ঘটনা শুনি ও দেখি- তখন নিজেকেই-প্রশ্ন করি, শিক্ষক তৈরির ক্ষেত্রে আমরা অসফল হচ্ছি না তো? তবু, জ্ঞান, দক্ষতা শেখাচ্ছি বটে, কিন্তু শিক্ষকদের মনোজগতের অন্ধকার দিক পরিবর্তন করতে পারছি না কেন? মানবিক গুণাবলির বিকাশ ঠিকমতো হচ্ছে না কেন?

৩. এখন সরকার ও রাষ্ট্রের কাছে আমার প্রশ্ন, এই একবিংশ শতকেও কেন বিদ্যালয়ে বেত থাকে? শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শাস্তি প্রাচীন ভারতেও ছিল। ইতিহাস থেকে দেখা যায়, গুরুগৃহ, আশ্রম, মন্দির ও মক্তবে শিক্ষার্থীদের শাস্তি দেওয়ার বিধান ছিল এবং দেওয়াও হতো। কী ধরনের শাস্তি তার বিস্তারিত বিবরণ না পাওয়া গেলেও ধরে নেওয়া যায় যে, তখনও বেতের ব্যবহার ছিল। মহাভারতের মহাগুরু দ্রোন অর্জুনের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার জন্য আরেক শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থীকে আঙুল কাটতে বাধ্য করেছিলেন! আজকের যুগে তা আমাদের কাছে অবাস্তব ও অগ্রহণযোগ্য হলেও এ রকম ঘটনা গত বছর পর্যন্ত প্রায়ই ঘটতে দেখেছি। মাথায় ইট মারা, শিকল দিয়ে মারা, চুল কেটে দেওয়া, বিবস্ত্র করা ইত্যাদি। প্রথম আলোয় প্রকাশিত ঘটনাগুলোর অনুঘটক আবার হলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষক। প্রধান ও সহকারী প্রধানের অনেক দায়িত্বের মধ্যে এটিও প্রধান দায়িত্ব, যেন কোনো শিক্ষক কোনো শিক্ষার্থীকে শারীরিকভাবে জখম না করে, শাস্তি না দেয় তা দেখা এবং শিক্ষকদের সব কার্যক্রম শ্রেণীকক্ষের শিখন-শেখানো, অ্যাসেম্বলি, খেলাধুলা তত্ত্বাবধান করা, মনিটরিং করা এবং ফিড-ব্যাক দেওয়া। অথচ বগুড়ার ঘটনায় উল্টো চিত্রই দেখা যাচ্ছে। বগুড়ার শিক্ষার্থীদের শাস্তি দেওয়ার ঘটনা কোনো বিচ্ছিন্ন চিত্র নয়। সারাদেশেই কমবেশি তা ঘটে চলেছে। ভয়াবহ ঘটনাগুলো আমরা বিগত বছরগুলো খবরের কাগজে দেখেছি। স্কুল, মাদ্রাসার শিক্ষকদের নির্মম নির্যাতনের ক্ষেত্রে জেন্ডার পার্থক্য নেই। এই এক জায়গায় অর্থাৎ শাস্তির ক্ষেত্রে বলা যায়, জেন্ডার পার্থক্য করেন না শিক্ষকরা। যদিও গবেষণায় দেখা গেছে, মেয়েদের শিক্ষার্থীদের প্রতি আচরণের ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য প্রবল। সরকার বিদ্যালয়ে শাস্তি কমানোর জন্য বিধিবিধান করেছে। তার প্রয়োগ কতখানি হচ্ছে এবং শিক্ষার্থীরা কতখানি সুফল পাচ্ছে তা মনিটর করা হয় কি? যদি তা না হয়ে থাকে তাহলে বিভাগ বা জোন, জেলা, উপজেলা পর্যায়ে, একাডেমিক সুপারভাইজারদের অন্যান্য দায়িত্বের মধ্যে কোন স্কুলে কী ধরনের শাস্তি দেওয়া হচ্ছে তার মনিটরিং করাও এদের দায়িত্বের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

৪. এবার আসা যাক আজকের প্রতিপাদ্য বিষয় 'কেন শিক্ষকদের শাস্তি হয় না?' আমি বিভিন্ন সেমিনারে বলেছি, শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের শাস্তির জন্য শিক্ষকই মূলত দায়ী! হ্যাঁ, স্বীকার করছি যে, কিছু কিছু শিক্ষার্থী খুব দুষ্টু ও চঞ্চল প্রকৃতির। শ্রেণী ব্যবস্থাপনার কাজে বিঘ্ন ঘটায়। কিন্তু তাদেরও নিবৃত্ত করার জাদু শিক্ষককে জানতে হবে। যে শিক্ষক জানে না বা বুঝতে চেষ্টা করে না, কেন শিক্ষার্থীরা স্কুল ড্রেস পরে আসে না বা পরতে পারে না, কেন খেলাধুলা করে না, কেন মনমরা, কেন অসুস্থ, কেন অন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ভালোভাবে মিশে না বা মিশতে পারে না, কেন সে শ্রেণীর কাজে অংশ নিচ্ছে না, পরীক্ষায় ভালো ফল করছে না ইত্যাদি। একজন শিক্ষককে শিক্ষার্থীদের শাস্তি দেওয়ার আগে এসব জানা একান্ত আবশ্যক। যে শিক্ষকের নিজের আবেগের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই, তিনি শিক্ষক হওয়ার অযোগ্য! যে শিক্ষক বেত্রাঘাত করে শিক্ষার্থীদের রক্তাক্ত করে, পিটিয়ে মেরে ফেলে- তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া দরকার। কেবল সাসপেন্ড, বদলি বা বেতন বন্ধ করলেই এর সমাধান হবে না। কারণ এই মানসিকতার শিক্ষকদের এ ধরনের কাজ করার প্রবণতা থাকে এবং যেখানেই যাবেন সেখানেই এ কাজের পুনরাবৃত্তি করবেন। এরা এক ধরনের মানসিক রোগী! শাস্তি হিসেবে শিক্ষকদের কাছ থেকে চিকিৎসা ব্যয় এবং ক্ষতিপূরণও আদায় করা যায়।

৫. আমাদের শিক্ষক তৈরি এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে গলদ রয়েছে বলে আমরা নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক তৈরি করতে পারছি না। নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক ও তার গুণাবলি যেমন জন্মগত, তেমনি অর্জিতও বটে। শিক্ষক কেবল জন্মসূত্রে হন না তার গুণাবলি অর্জনও করতে হয়। শিক্ষকতা যাদের ব্রত- সেবাই তাঁদের মুখ্য হওয়া উচিত। শিক্ষক শিক্ষার কারিকুলামে জ্ঞান, দক্ষতা বিকাশের ওপর যতখানি জোর দেওয়া হয়, ততখানি গুরুত্ব শিক্ষকের আবেগিক বিকাশের (অ্যাফেকটিভ ডোমেইন) ওপর দেওয়া হয় না। মানবিক গুণাবলি বিকাশের ওপর দয়া, মায়া, স্নেহ, মমতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, সহানুভূতি, ধৈর্য, অনুকম্পা, সহনশীলতা, নৈতিকতা ইত্যাদির ওপর জোর দিতে হবে। শিক্ষক শিক্ষার কারিকুলামে ও শিক্ষণ পদ্ধতিতে এই মানবিক গুণাবলি বিকাশের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। তা না হলে শিক্ষকের শাস্তিযোগ্য শাস্তি দেওয়ার ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতেই থাকবে।

৬. শিক্ষকের শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংঘটনে প্রধান শিক্ষক নিজেই যদি দায়ী হোন তাহলে তাদের কাছ থেকে কী আশা করে বিদ্যালয় তথা শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা? এক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি ও স্থানীয় সমাজেরও করণীয় রয়েছে বৈ কি? স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি সক্রিয় হলে এবং শাস্তিযোগ্য শিক্ষকদের পৃষ্ঠপোষকতা না করলে বিদ্যালয়ের পরিবেশ সুন্দর হতে বাধ্য। একাডেমিক কার্যক্রম সুষ্ঠু হতে বাধ্য এবং শিক্ষার্থীরাও নিরাপদে সুন্দর পরিবেশে ভালোভাবে পড়ালেখা শিখতে বাধ্য! শিক্ষক সংগঠনগুলোর কাছে এ ব্যাপারে অভিভাবক ও সমাজেরও বিরাট প্রত্যাশা রয়েছে। অথচ আজ পর্যন্ত কোনো শিক্ষক সংগঠনকেই শিক্ষকদের এই ঘৃণ্যতম অপরাধ ঘটানোর পরে কোনো প্রতিবাদ করতে দেখিনি। কিন্তু শিক্ষক সংগঠনগুলো শিক্ষকদের জন্য কোচিং ও মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা করে যেসব শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শাস্তি দিয়ে থাকেন, তাদের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাতে পারে। আমরা সুন্দর-সুস্থ বিদ্যালয়ের পরিবেশ চাই, মানসম্মত শিক্ষা চাই, দেশের জন্য আলোকিত মানুষ তৈরি করতে চাই- এসবেরই মূল বাস্তবায়নকারী হচ্ছে শিক্ষক সমাজ। আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা করি, আমরা যার যার অবস্থান থেকে শিক্ষকরা সবাই যেন ভালো শিক্ষক হই এবং আলোকিত মানুষ ও সুনাগরিক শিক্ষক হিসেবে তৈরির জন্য নিজেদের প্রস্তুত করি।

07 MAY 2014